MAY 18 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবন হয়ে গেলো 'ইউনিভার্সিটি ক্লাব'

এস এম হাবিব, খুলনা থেকে : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও একনেকের সভায় অনুমোদনের পর প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করে ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বাসভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমান কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে সেখানে 'খুলনা ইউনিভার্সিটি ক্লাব' চালু করেছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রদের মুখে মুখে এখন বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

অন্যদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য প্রফেসর এম আব্দুল কাদির ভুঁইয়ার বাসভবন-কাম আবাসিক অফিসের জন্য মহানগরীর নিরালা আবাসিক এলাকায় প্রায় ১৬ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বাসভবন নির্মাণ ও তার অবস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে দাবি জানিয়ে আসছিল। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিগত সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের পাশে উপাচার্যের বাসভবন নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) তৈরি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রকল্পটি যথারীতি সিন্ডিকেট, পরে একনেকের সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদন পাওয়ার পর প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়। চলতি বছরের প্রথম মাসে উপাচার্যের এই বাসভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবন

● শেষের পাতার পর

কিন্তু বর্তমান উপাচার্য কোনো প্রকার বৈধ সিদ্ধান্ত ছাড়াই উপাচার্যের বাসভবন হিসেবে নির্মিত এই ভবনে না উঠে ভবনটিকে খুলনা ইউনিভার্সিটি ক্লাবে রূপান্তরিত করেন। সরকারি সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তিনি ক্যাম্পাসের বাইরে অন্য একটি দোতলা ভবন ভাড়া করে থাকছেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসে ভাড়া বাবদ ১৬ হাজার টাকা ও উপাচার্যের আসা-যাওয়ার জন্য যানবাহন ব্যবহার এবং জ্বালানি খরচ করতে হচ্ছে। তাছাড়া উপাচার্য ক্যাম্পাসে না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংরক্ষণে উপাচার্যের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা পালিত হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এছাড়া ঐ ভবনে ক্লাব চালু করার জন্য টেন্ডার ছাড়াই ৫/৬ লাখ টাকার মালামাল কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। টেন্ডার ছাড়া এতো টাকার মালামাল ক্রয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনি বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, একনেকের সভায় অনুমোদিত কোনো প্রকল্পের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা একমাত্র একনেকেরই রয়েছে।

এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ আমীর আলীর সঙ্গে টেলিফোনে সাংবাদিকরা যোগাযোগ করলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। উপাচার্যের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে উপাচার্য বর্তমানে খুলনার বাইরে অবস্থান করছেন।